রংশ্রী কথাচিত্রের

প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিঃ-এর প্রথম নিবেদন

সাহারা

প্রযোজনা : সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ
কাহিনী : বিনয় ঘোষ
সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুরসৃষ্টি : খগেন দাসগুপ্ত
চিত্রায়ন : মুরারী ঘোষ
শব্দায়ন : শিশির চট্টোপাধ্যায়
পরিস্ফুটনা : ধীরেন দাশগুপ্ত
কর্ম্মসচিব : শচীন ভট্টাচার্য্য
শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী
গৌর পোদ্দার
ব্যবস্থাপনা : বিভূতি দাস
প্রচার সম্পাদনা : বিমল বসু

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
স্থির-চিত্রায়ন : শিল্প মন্দির
অঙ্গসজ্জা : ফকির মহম্মদ
মদন বিশ্বাস
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রমোদ সরকার
চিত্রাঙ্কন : দিগেন ষ্টুডিয়ো
মিতা এণ্ড কোং
ব্যানার্জি ষ্টুডিয়ো
গীতিকার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
অজিত দে, অরুণাচল বসু,
সন্তোষ সেন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুনীল মজুমদার

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : অজিত দে
বাবু সরকার
অমলানন্দ ঘোষাল
চিত্রায়ন : বিমল চৌধুরী, ননী দাস
শব্দায়ন : সন্তু বসু
শিল্প-নির্দ্দেশ : অরুণাচল বসু
ব্যবস্থাপনা : জিতেন গল, অশেষ বন্দ্যোঃ

সম্পাদনা : লছমণ প্রসাদ সিন্‌হা
পরিস্ফুটনা : শম্ভু সাহা, সামান্য রায়,
অমূল্য দাস, ননী চট্টোপাধ্যায়
সরল চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : সতোন দাস

রূপায়ন

অহীন্দ্র চৌধুরী, বিপিন মুখোপাধ্যায়, সাবন সরকার, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
আশু বোস, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানী, জহর রায়,
অহি সান্যাল, শান্তি দাসগুপ্ত, প্রবোধ চট্টোঃ, জীবন সাহা, ঋষি দাস,
বিভূতি দাস, জিতেন গল, মাষ্টার লক্ষ্মী, মাষ্টার আনন্দ,
সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, প্রভা, আশা বোস, নিভাননী, রাণী বন্দ্যোঃ, অলকা মিত্র,
লক্ষ্মীপ্রিয়া, অর্চ্চনা রায় প্রভৃতি

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

পরিবেশনা : রীতেন এণ্ড কোম্পানী

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, ক্যালকাটা পুলিশ, ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী (আশুতোষ বিল্ডিং), এস্, পি, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোঃ, বেঙ্গল টেলারিং, ন্যাশনাল শীট এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস লিমিটেড।

কাহিনী

দেশের ডাকে উদয় রায় যেদিন ঘরের বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে এল সেদিন তার চোখে ছিল আলোর স্বপ্ন, বুকে ছিল প্রতিজ্ঞার হোমাগ্নি। দেশের জন্য আত্মবলি দিয়ে নিজেকে সে কৃতার্থ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু কারাগারের বাইরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে, তার দেশপ্রেমের বহ্নি রূপায়িত হল মানুষের প্রতি অসীম ঘৃণার আগুনে। নিঃসঙ্গ রিক্ত মানুষটি পৃথিবীতে দাঁড়াবার জায়গা পেল না— পেল না দেশপ্রেমের পুরস্কার।

দেশকর্ম্মী হল দেশের শত্রু। মানুষের ওপরে অসীম অভিমান নিয়ে সে পা বাড়াল পাপের পিছল পথে। চুরি ডাকাতি জালিয়াতি— অবরোহণের স্তরে স্তরে সে নেমে চলল। সারা ভারত জুড়ে গড়ে উঠলো তার জালিয়াতির বিরাট দল, বিজ্ঞানকে সে তার এই পাপ কাজে লাগাল।

দুর্দ্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল উদয় রায় 'প্রিজন-ভ্যান্' থেকে পালাল। ভারতবর্ষের পুলিশ বাহিনী সারা দেশ তোলপাড় করে তুলল তার সন্ধানে। আর ঠিক সেই সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে 'দুন এক্সপ্রেস' এসে থামল।

ই-আই-আরের সাধারণ একজন 'ক্রুম্যান' ট্রেন থেকে নেমে মিলিয়ে গেল কলকাতার জনারণ্যে।

কলকাতার ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্‌টার বিকাশ বোস উদয় রায়কে কলকাতার পথে-ঘাটে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। কবিশেখর যদুনাথ মিত্রের মেয়ে—তার ভাবী বধূ মানসী বলে : এতে তোমার কী লাভ? বিকাশ হাসে, শিকারের আনন্দ।

ওদিকে কলকাতার পথে আবির্ভাব হয় ছন্নছাড়া কনক রায়ের। নিজেকে গোপন করবার জন্য বস্তিতেই সে আশ্রয় নেয়, বোনের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে বস্তির মেয়ে কাজল।

এই সময় কলকাতায় এল রক্তস্রাবী অগ্নিগর্জ্জিত দিন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-সংহতির রক্ত-লাঞ্ছিত পথে রশিদ আলি দিবস। সেই উন্মাদ জীবন-তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কনক রায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে—কিন্তু কানের কাছে কে যেন কঠোর স্বরে বলে : না, না, তোমার অধিকার নেই। তুমি ব্রতভ্রষ্ট!

ঠিক এমনি দিনে—

একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগ, অন্ধকার গলিতে এক ঝলক সূর্য্যের আলোক : কনকের জীবনে এলো স্কুল-মিস্‌ট্রেস্ নমিতা সেন।

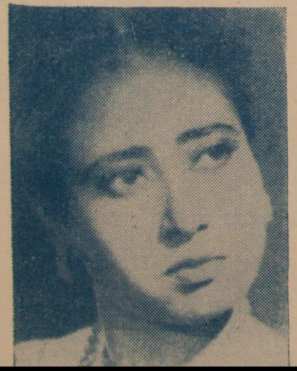

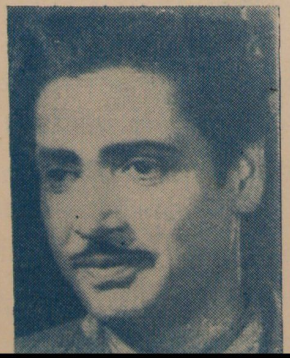

কনক রায়ের কাছে কি বদলে গেল পৃথিবীর অর্থ? মনে হল এ শুধু বিষের পাত্রই নয়! এখানে আলো আছে, প্রেম আছে, আর আছে সফল হবার সম্ভাবনা।

কিন্তু পাপের পথ পিছল। নেমে যাওয়া যত সহজ ওঠা তত সহজ নয়। ইচ্ছে করলেই তো আর ফেরা যায় না! তবু ওর ভেতরেই যতটুকু সম্ভব, মানুষটিকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কনক।

অর্থবানদের সে নিঃস্ব করে সর্ব্বহারাদের দুঃখ মোচনের জন্যে আর নমিতার প্রেমে স্বপ্ন দেখে হারানো দিনগুলোকে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার—কিন্তু নীল আকাশ ফুঁড়ে একদিন বজ্র পড়ে। ক্রূর কুটিল কণ্ঠে বিকাশ বলে নমিতাকে : জানেন আপনি, কনকবাবু কে? সে সমাজের শত্রু—একটা 'ওয়ার্ষ্ট ক্রিমিন্যাল,' তার আসল নাম উদয় রায়!

নমিতা পাথর হয়ে যায়। শয়তানকে সে ভেবেছে দেবতা—! তার প্রেমের অর্ঘ্য সে নিবেদন করেছে সমাজের শত্রু—ছদ্মবেশী একটা 'ক্রিমিন্যাল'কে!

কনকের দেওয়া ঘড়িটা নমিতা ছুঁড়ে মারে কনকেরই কপালে।

: তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি শয়তান! মনে করেছিলে আমায় তুমি ভোলাবে, কয়েকটা টাকার বিনিময়ে আমায় তুমি কিনে নেবে কিন্তু···

উদয় কী বলতে চায়—বলতে দেয় না নমিতা। উদয় রায়ের তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়ে মুহূর্ত্তে, প্রেম, ভালবাসা, স্বপ্ন? অর্থহীন!

জীবন? সাহারার মরীচিকা! আর কিছুই নেই। এখন শুধু অনন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে অনিবার্য্য পথযাত্রা!

কিন্তু! পৃথিবী কি সত্যই মরুভূমি? কোথাও কি মরূদ্যানের স্নেহাশ্রয় নেই তার? কোনো ভুলই কি এখানে ক্ষমার স্নিগ্ধতায় ধন্য হয়ে ওঠে না? মানুষের বুকে কি ঘটে না দেবতার জাগরণ?

এর উত্তর দিয়েছে 'সাহারা'র যাত্রীরা। মরুভূমির ওপারে শ্যামল পৃথিবীর হাতছানি, তারই আহ্বানে তারা এগিয়ে চলেছে মানবতার তীর্থে, মনুষ্যত্বের দেবায়তনে।

সঙ্গীতাংশ

নমিতার গান :

ঝড় এল হৃদয়ের গহনে।
কাজ নাই হারা-স্মৃতি বহনে॥
স্মৃতি ঝড়ে উড়ে যাক
ধূলি সম দূরে যাক
পুড়ে যাক দুঃখের দহনে॥
অকূলে যে মিশে যাবে
নয়নের পারাবার
ফেলে আসা মোহানার
মোহে কেবা পাকে আর।
ভেসে যাই ভুলে যাই
দুঃখ তো কিছু নাই
(আজ) পথ চাওয়া মিছে মোর নয়নে॥

রচনা : অরুণাচল বসু

সমবেত সঙ্গীত :

তোমারি হউক জয়
হে ভারতের জাতীয় পতাকা
আশার অরুণোদয়॥
দিকে দিকে আজ তব আহ্বান
রক্তে জেগেছে রুদ্রের গান
বিশ্ব সভায় তুমি ভারতীয় সাধনার পরিচয়॥
হিংসায় ক্রুর বিশ্ব আজিকে
স্বার্থ দ্বন্দ্বে মত্ত
সেথা চলে তব নব অভিযান
ত্যাগ অহিংস তত্ত্ব।
তুমি যে শক্তি, তুমি যে কর্ম্ম
তুমি যে ভারতের সত্য ধর্ম্ম
প্রণাম লহ গো হে ত্রিবর্ণ সুমহান দুর্জ্জয়॥

রচনা : অজিত দে

পার্টির গান :

বন্ধু হে প্রিয় মোর লহ অভিনন্দন
জনম তিথির লহ প্রেম-প্রীতি চন্দন।
এই শুভ লগনের আকুল-পরশে
জীবন পাত্র তব মধু-সুধা হরষে
ভরে যাক ভেসে যাক উছলিয়া অসীমে
হোক চির-শাশ্বত টুটি কাল বন্ধন।

রচনা : অজিত দে

মানসীর গান :

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে কারা
শৃঙ্খল টুটি' এসেছে বাহিরে চির-বন্দিনী যারা॥
বেজেছে বেজেছে দীপক রাগিনী
উঠিছে গরজি অযুত নাগিনী
প্রাণের প্লাবনে ভাঙ্গিয়াছে তট
ভীরু নির্ঝর ধারা॥
ঝড়ের আকাশে রাঙা বিদ্যুতে
জ্বলে কার তরবারি
মেঘে মেঘে ওই মন্দিরা বাজে
জাগো লাঞ্ছিতা নারী
অলস-মদির দুটি কালো চোখে
শিখা জ্বেলে দাও প্রলয় আলোকে
যত বন্ধন যত ক্রন্দন আজ হয়ে যাক সারা॥

রচনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাজনওয়ালার গান :

(দাদা গো দাদা)
নিমতলার এই নিমের মাজন
দন্তরোগে ধন্বন্তরী
পোকা ধরা মাড়ি ফোলা
কনকনানি ব্যথার অরি॥
সেবার গেদাল পাড়ার খ্যাদা বাবু
দাঁতের ব্যথায় হলেন কাবু
খেতেন শুধু জল সাবু দিয়ে দুটো পাতি নেবু
এই মাজনের একটি doze-এ চিবিয়ে খেলেন
মটনকারী॥
ঐ ফিলিম ষ্টার দেখন হাসি
তিনি এখন কাশীবাসী
ও পাড়ার পদি পিসী, আর ক্ষান্ত মাসী
বিধবা হয়েও তাঁরা খেতেন খাসী
(তাঁরা) লিখে দেছেন সার্টিফিকেট এই মাজনটি
ব্যাভার করি।
পায়োরিয়ার পুজের জ্বালায়
বর পালালো ধর্ম্মশালায়
ফুলশয্যার রাতে দাদা ফুলশয্যার রাতে
নতুন কনে নিয়ে বর শুলো ঘরের ছাতে
ফষ্ট নষ্ট করে বর মিষ্ট কথার লেগে
যেই হাঁ করেছে নতুন কনে অমনি বর
উঠল রেগে
মুখের পচা গন্ধে মামদো পালায়
কাল বোশেখীর বেগে।
(আরে রাম রাম ছ্যাঃ ছ্যাঃ কি ঘেন্নার কথা!
তারপর কি হল জানেন?)
নিমতলার এই মাজন মেখে বউ হয়েছে
রস নাগরী
পালান বর ফিরে এসে দিন রেতে দেয়
গড়াগড়ি (ছি চরণে)॥

রচনা : সন্তোষ সেন

কাজলের গান :

ও ঘুমকুমারী ঘুমের পরী
আয় আয় আয়।
আকাশ পাতাল এলিয়ে পড়ে
ঘুমেলি হাওয়ায়॥
ঘুমায় নদী ঘুমায় সাগর
ঘুমের কুলুকুলু
নীল পাহাড়ের নয়ন যে তাই
ঘুমেই ঢুলুঢুলু
মাঠের রাখাল ঘুমের নেশায়
বাঁশরী বাজায়॥
ওই ঘুমকুমারী ঘুমের নূপুর
বাজায় রুমুঝুমু
সোনামণির চোখের পাতায়
ছোঁয়ায় মিঠে চুমু
আমার সব-ভোলারা ভোলে
ঘুমের দোলায় দোলে
ভোমরা অলি ঘুম বুনিয়ে গুণগুণিয়ে গায়॥

রচনা : অরুণাচল বসু

আপনার প্রিয়জনকে
রক্ষা করুন

ORIENTAL DISTRIBUTORS
(INDIA)
P.O.BOX. 12214 :: CALCUTTA

স্প্রে লীট্
৫% ডি-ডি-টি
পোকা মাকড়ের যম

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড-এ মুদ্রিত ও রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের পক্ষে প্রচার সচিব বিমল বসু কর্তৃক ২।১।১, লালবিহারী ঠাকুর লেন হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ঃ দুই আনা